দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...22 APR 1991...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫

২০৭

সন্ত্রাসী ঘটনার জের ॥ ঢাকা ভার্সিটির ক্ষতিপূরণ দান

॥ রেজাষুর রহমান ॥

১৭ই মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে (১০ম পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির ক্ষতিপূরণ দান

(১ম পৃঃ পর)

হইয়াছে। ছাত্রদল ও ছাত্র লীগের (আ-অ) সমর্থকদের মধ্যে এই ঘটনায় ক্যাম্পাসে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃষ্টির ধারায় গুলী বিনিময় হয় এবং ৭টি হলের প্রায় ৮০টি কক্ষ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করার প্রেক্ষিতে প্রায় একশত ছাত্র ক্ষতিপূরণ চাহিয়া আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে জনপ্রতি ৫ শত টাকা হারে একশত জনকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, আরও প্রায় ৩০/৪০ জন ছাত্র ক্ষতিপূরণ চাহিয়া আবেদনপত্র জমা দিলেও কর্তৃপক্ষ তাহাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই। গত ৯/১০ বছরে কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। চূড়ান্ত হিসাবে এই টাকার পরিমাণ কয়েক লক্ষ ছাড়াইয়া যাইবে। ৮৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে বস্থনিয়া হত্যাকাণ্ডের পর এফ রহমান হলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কর্তৃপক্ষকে বিরাট অংকের ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

এদিকে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। ফলে আপাতঃ দৃষ্টে পরিস্থিতি শান্ত মনে হইলেও ভিতরে উত্তেজনা অব্যাহত রহিয়াছে। অতি সম্প্রতি ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনা ক্যাম্পাসে অনেকেরই আলোচনার বিষয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট মনসুর মুসা হলের কয়েকজন ছাত্র ও বহিরাগত তরুণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনার সুরাহা না হইতেই ১১ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এবং সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ডঃ আরেফিন সিদ্দিক একটি বড় [ছাত্র] সংগঠনের নেতা কর্তৃক [লাঞ্ছি]ত হন। ডঃ আরেফিন [সিদ্দি]কের বিষয়টি শিক্ষক সমিতি সহকারে নিয়া আগামীকাল (মঙ্গলবার) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে। সমিতির একজন কর্মকর্তা জানান, ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে হামলার ঘটনা মানিয়া নেওয়া যায় না। আমরা কর্তৃপক্ষকে ২ সপ্তাহের সময় দিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষক লাঞ্ছিত করার ঘটনার উপযুক্ত বিচার করা না হইলে শিক্ষক সমিতি ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী নিবে। একটি সূত্রের মতে, বর্তমানে, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষকদের গ্রুপিং ক্যাম্পাসে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন জহুরুল হক হলে মনসুর মুসা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা এবং সাংবাদিকতা বিভাগে ডঃ আরেফিন সিদ্দিক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া সমান তালে চোখে পড়ে নাই।

অপরদিকে একাধিকবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ সত্ত্বেও হলে হলে বহিরাগতদের অবস্থানের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ স্থায়ী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সম্প্রতি জহুরুল হক হলে পিস্তলের গুলীতে খোকন নামে একজন বহিরাগত তরুণ নিহত হওয়ার পরও এব্যাপারে উল্লেখ করার মত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। ফলে বেশ কয়েকটি হলে বহিরাগতদের আনাগোনা আগের মতই রহিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, তাহাদের সাথে অস্ত্র থাকে, থাকে বান্ধবীরা।

যৌথ সভা

গতকাল (রবিবার) ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে প্রভোস্ট, হাউস টিউটর ও সহকারী হাউস টিউটরদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বহিরারোপিত। কাজেই কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টায় সন্ত্রাস সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। এব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ছাত্র সংগঠনগুলির সহযোগিতা কামনা করা হয়।

আগামীকাল শিক্ষকদের মৌন মিছিল

বাসস জানায়, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক, জহুরুল হক হলের প্রোভোষ্ট এবং ইতিহাস বিভাগ ও সমাজকল্যাণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হইতে সন্ত্রাস উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগামীকাল মৌন মিছিল করিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ হইতে বেলা ১১-৩০ মিনিটে মিছিলের যাত্রা শুরু হইবে এবং দোয়েল চত্বর হইয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়া উহা শেষ হইবে।

SHEET ___ OF ___ SHEETS